যায়যায়দিন

তারিখ 23 APR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

দক্ষিণ বিশিলে স্কুল দখলমুক্ত করার দাবিতে মানববন্ধন

সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করো, স্কুলকে মুক্ত করো- এ স্লোগান নিয়ে মিরপুরের দক্ষিণ বিশিল আদর্শ বিদ্যা নিকেতন স্কুলটি সন্ত্রাসীদের দখলমুক্ত করতে কোমলমতি ছাত্রছাত্রী ও এলাকার সচেতন নাগরিকদের অংশগ্রহণে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে গতকাল। মিরপুর এক নাম্বার দারুস সালাম রোডে অবস্থিত স্কুলের প্রবেশ পথে অনুষ্ঠিত এ মানববন্ধন থেকে অবিলম্বে স্কুলটি দখলমুক্ত করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নেয়া সচেতন নাগরিকরা বলেন, ১৯৮৮ সালে স্থানীয় বাসিন্দা কামাল হোসেন বরকতের নিজ বাড়ি ৩১ দক্ষিণ বিশিলে দক্ষিণ বিশিল আদর্শ বিদ্যা নিকেতন নামে একটি কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিন বছর সুনামের সঙ্গে চলার পর ১৯৯১ সালে স্কুলটিকে শিক্ষা অধিদফতর থেকে রেজিস্ট্রি করা হয়। স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ১৯৯১ সালে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে আবেদনের পর ৭৮/এ, দক্ষিণ বিশিলে ১৬.৩৩ কাঠা জমি বরাদ্দ দেয়া হয়। ১৯৯৯ সালে জমিটি গৃহায়ন অধিদফতর থেকে ৯৯ বছরের লিজ দেয়া হয়। লিজের প্রথম কিস্তি ৪ লাখ ৭০ হাজার ৪০৪ টাকা পরিশোধ করে রাজউক থেকে নকশা অনুমোদন করে একটি আট তলা বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়। কামাল হোসেন বরকতের নেতৃত্বে ১২ বছর স্কুলটি চলার পর কিছু সংখ্যক সন্ত্রাসীর সহযোগিতায় ২০০১ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ১২ নাম্বার ওয়ার্ড কমিশনার রুনু আক্তার স্কুলটি দখল করে নেন। রুনু আক্তার গৃহায়ন অধিদফতরের কিছু অসাধু কর্মচারীর সহযোগিতায় একটি কম্পানির প্যাড ব্যবহার করে স্কুলের জমিটি তার নিজস্ব কম্পানির নামে রেকর্ডভুক্ত করার আবেদন করেন। আবেদনটি নাকচ হয়ে যাওয়ার পর তিনি স্কুলের ভুয়া প্যাড ব্যবহার করে নিজে চেয়ারম্যান সেজে গৃহায়ন অধিদফতরে আবেদন করেন।

তিনি স্কুলের দ্বিতীয় কিস্তির ৩ লাখ ৫২ হাজার ৭২৮ টাকা পরিশোধের আবেদন করেন এবং তা পাস হয়। কিসের ভিত্তিতে তার আবেদন পাস হয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের কাছে এর জবাব চেয়ে আজো পাওয়া যায়নি।

মানববন্ধন কর্মসূচি থেকে আরো জানানো হয়, সরকার কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন মোতাবেক এটি একটি কিন্ডারগার্টেন। স্কুল পরিচালনা কমিটির বাইরে কেউ সদস্য হতে হলে সাত সদস্যের পরিচালনা কমিটি বা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন লাগবে। কারো অনুমোদন না নিয়ে রুনু আক্তার কিভাবে স্কুলের চেয়ারম্যান হতে পারেন এর কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। ভুয়া চেয়ারম্যান সেজে রুনু আক্তার ও তার সহযোগীরা স্কুল ভবনের একাংশে স্থাপিত গার্মেন্ট থেকে প্রতি মাসে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করছেন। স্কুলে কমিশনার অফিস স্থাপন করেছেন। স্কুল ও আশপাশ এলাকা সন্ত্রাসীদের আড্ডা ও মাদকের আখড়া হিসেবে ব্যবহার করায় স্কুলে শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস হয়ে গেছে। রুনু আক্তারের অবৈধ দখল ও ভুয়া কমিটি তদন্তের জন্য ৬ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব রূপন কান্তি শীল স্কুলে এলে স্কুলে তালা লাগিয়ে রাখা হয়। এ বিষয়ে পুলিশের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও র‌্যাবের কাছে ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মানববন্ধন অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ছাত্রীছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের হাতে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করো, স্কুলকে মুক্ত করো লেখা ফেস্টুন ও ব্যানার ছিল। তারা এক ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্কুলটি দখলমুক্ত করার আহ্বান জানান। বিজ্ঞপ্তি